যে জাতির মধ্যে বসুদেবের মতো নেতা, কঙ্কন-কঙ্কার শক্তি, দেবকী-অঞ্জনা-চন্দনার মতো মহৎ রয়েছে তাদের মুক্তি কে আটকাবে? অহিংসার অস্ত্রে বসুদেব অত্যাচারীর সামনে অকুতোভয়। কঙ্কন-কঙ্কা কারাগারে মৃত্যুবরন করেছে, কিন্তু মাথা নত করেনি, দেবকী নিজের সন্তানকে নিজের হাতে মৃত্যুর কাছে দান করেছে, অঞ্জনা বক্ষের অমৃত ধারা দিয়ে মৃত্যুজয়ী বীর সন্তানকে বাঁচিয়েছে, চন্দনা নিজের নারীত্ব বিসর্জন দিয়ে মূঢ় জাতিকে জাগাতে চেষ্টা করেছে। এই সংগ্রাম, দুঃখভোগ, ত্যাগ ব্যর্থ হবার নয়।

'কারাগার' নাটকে নাট্যকার পুরাতন নাট্যরীতি অনুসরনে পঞ্চাঙ্কবিভাগ, অঙ্কগত দৃশ্যবিভাগ, সঙ্গীত-নৃত্যের বহুল প্রয়োগ, অলৌকিক দৃশ্যের অবতারনা করেছেন। নাটকের গানগুলি নজরুল ইসলাম ও হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রচনা হলেও নাট্যক্রিয়ার উপর তা উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছে। নাটকের সংলাপও যেন গদ্য নয় গদ্যকবিতা। এখন প্রশ্ন নাটকের নায়ক কে? পৌরানিক ভক্তিরসের চরিতার্থতার দিক দিয়ে বিচার করলে নায়ক বলতে হয় বসুদেবকে। সে নারায়নের আশ্রিত এবং নারায়নের মহিমা তাঁর মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একটি পরাধীন জাতির মুক্তিসংগ্রামের নায়ক তিনি। অজান্য অসংখ্য সন্তানকে আহুতি দিয়ে সে জয়ী হয়েছে। কংসকে প্রতিনায়ক বললে প্রশ্ন ওঠে প্রতিনায়ক কি অধিক সক্রিয় নন। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বক্তব্য বাদ দিলে কংসই নায়ক। সেক্ষেত্রে নাটকটি হবে বিষাদান্তক ট্র্যাজেডি। শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিক নায়কের গুন তার মধ্যে আছে। অবিমিশ্র শয়তান হলে এই গুন তার থাকতো না। তার ভালো-মন্দ মিশ্রিত অপরাজেয় শক্তি ও অপরিসীম দুর্বলতা আমাদের বিস্মিত করে। দানব পিতার ঔরসে মানবী মাতার গর্ভে তার জন্ম। জেগে থাকলে সে পিতার অধীন, নিদ্রিত হলে মাতার অধীন। এমন দুর্জয়, দুর্ধর্ষ সে, মানুষের ক্রন্দন কাতরতায় অধিক নৃশংস হয়ে ওঠে। তবে মাঝে মাঝে সে শান্ত, সংযত। কঙ্কনকে মারবার আগে সে বলে- 'কঙ্কন হ'ল আমার বিদুরথের পুত্র—। ওর কোন কামনা কি অপূর্ন রাখা উচিত?' আবার যখন সে বলে আমি দুর্বল নই, আমি নিষ্ঠুর, আমি শুধু দুর্দান্ত দানব নই, দুর্নিবার শয়তান। তখন বোধ হয় নিজের মমতা-অনুতাপকে অস্বীকার করে নিজের হিংস্র শয়তান সত্তাকে জাগিয়ে রাখতে চেয়েছে। দুর্দান্ত অত্যাচারী হলেও নারীর প্রতি তার দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। যে নারী প্রিয়া, যে নারী ভগিনী তার ক্ষতি যেন সে করতে চায় না। তাই চন্দনার কাছে সে ভেঙে পড়েছে, কাঙালের মতো প্রনয়ভিক্ষা করছে। তাকে সবাই ভয় করে কিন্তু ভালোবাসেনা। এজন্য অপরিমিত শক্তিধারী হয়েও সে নিঃসঙ্গ। দেবকীর সাতসন্তানকে হত্যা করলেও তার মুখোমুখি কংসের সব নিষ্ঠুরতা যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। কংস বাহ্যত কৃষ্ণদ্বেষী। অন্তরদেশে বোধ হয় কৃষ্ণের প্রতি তার বশ্যতাবোধ রয়েছে। পিতা উগ্রসেন পূজিত শালগ্রাম শিলা চূর্ন করেছে। আসলে শত্রুভাবে সে কৃষ্ণকে ভজন করতে চেয়েছে। তাই সে বলে – 'আমি তাই অত্যাচারে অত্যাচারে তাঁকে জর্জরিত করে তার স্বর্গ থেকে আমার এই মর্ত্যেই তাঁকে টেনে এনেছি'।

কংসের শেষ পরিনতি নাটকে ট্র্যাজিক রসের উদ্রেক করে। কৃষ্ণের আবির্ভাব ও নিরাপদে বৃন্দাবন গমন মুহূর্তে ঝড়-বজ্রপাতের মধ্যে যেন কংসের শেষ পরিনাম ঘনিয়ে এসেছে। চারিদিকে তার পলায়নপথ রুদ্ধ। অনুচরগন যখন আশ্বাস দিয়েছে দেবকীর অষ্টম সন্তান কন্যা তখন সে স্বস্তি লাভ করে উৎসবের আয়োজন করে। চন্দনা জ্বলন্ত অগ্নিতে আত্মাহুতি দিল। কংসের উৎসব আলো নিভে গেল। অর্বাচিক কংস সাধারন নাগরিকের মতো কারাগারে গেল ভগিনীর একটু স্নেহস্পর্শ লাভের জন্য। পরাজিত, ভগ্নোদ্যম কংস অনিবার্যের কাছে আত্মসমর্পন করল। দেবশক্তির কাছে প্রবল পুরুষকারের পরাজয় ঘটল, আকাশভেদী পর্বতচূড়া ধূলায় লুন্ঠিত হল।

BNGH - 6 th Sem CC-13
by Dr. Biswajit Podder

'কারাগার (1930)'

- মন্মথ রায়

মন্মথ রায়ের পৌরানিক নাটকগুলির মধ্যে 'কারাগার' শ্রেষ্ঠ স্থান দাবী করতে পারে। পৌরানিক কাহিনীর প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও সমকালীন রাজনৈতিক অগ্নিময় ব্যঞ্জনা সৃষ্টির জন্য মুক্তিকামী মানুষের মনে প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন লেখক। ভাগবতের (নবম স্কন্দ শেষ + দশম স্কন্দ শুরু) কাহিনীতে জানা যায় মথুরা যদুবংশের অধিকারে ছিল। যদুবংশীয় শূরসেন ছিলেন বসুদেবের পিতা। ভোজ বংশীয় উগ্রসেন শূরসেন কে সিংহাসনচ্যুত করে সিংহাসনে বসেন। উগ্রসেনের দুরাত্মা পুত্র কংস পিতাকে বন্দী করে রাজা হন। কাকা দেবক, কন্যা দেবকী। বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করে স্বগৃহে ফেরার পথে কংস রথচালনার দায়িত্ব নেন। পথমধ্যে দৈববানী হল - দেবকীর অষ্টমপুত্র কংসনিধন করবে। এই দৈববানী শুনে দেবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হলে বাসুদেব প্রতিশ্রুতি দেন প্রত্যেকটি সন্তানকে তিনি কংসের হাতে তুলে দেবেন এর পর নারদ এসে যখন জানালেন - দেবকীর অষ্টম সন্তান নারায়ন কংস নিধন করবেন তখন বসুদেব-দেবকীকে কংস কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কারাগারে দেবকীর একএকটি সন্তান হয়েছে আর কংসের হাতে তাদের মৃত্যু ঘটেছে। অষ্টম গর্ভজাত কৃষ্ণের জন্ম ও কংসনিধন সম্ভবনায় নাটক সমাপ্ত হয়েছে।

নাটকের পার্শ্বচরিত্রগুলির নামও ভাগবত থেকে গ্রহন করেছেন লেখক। তবে তাদের স্বভাব ও আচরন বর্ননায় তিনি মৌলিকতা দেখিয়েছেন। যেমন - কঙ্কন, কঙ্কা (উগ্রসেনের পুত্র, কন্যা কঙ্ক, কঙ্কা) বিদূরথ (ভাগবতে ভজমানের পুত্র ও শূরের পিতা)। বিদূরথের অসামান্য প্রভুভক্তি, কঙ্কন-কঙ্কার মুক্তিসংগ্রাম, চন্দনাবৃত্তান্ত প্রভৃতির মধ্যে নাট্যকার নিজস্ব কল্পনাশক্তির পরিচয় রেখেছেন। মূল চরিত্র তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বময় কংস এবং নির্যাতিত যদুবংশের সংগ্রামী নেতা বসুদেব। পৌরানিক নাটকে যে ধর্মীয় পরিবেশ ও ভক্তিরস সৃষ্টি প্রবনতা থাকা উচিত নাট্যকার তা ক্ষুন্ন করেন নি। এই নাটকে সাধারনত দেবশক্তি বনাম মানব বা দানবশক্তির সংগ্রাম ও শেষে বিরোধী শক্তির পরাজয় ও দেবশক্তির জয় দেখানো হয়। আলোচ্য নাটকেও নারায়ন কংস সংগ্রাম ও অবশেষে কংসের পরাজয়ে নারায়নের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যাদবগন নারায়নের আশ্রিত ভক্ত। দেবদ্রোহী কংসের অত্যাচারে অত্যাচারীত হয়ে তারা ভগবানকে জাগাবার জন্য আর্তকন্ঠে চিৎকার করেছে - 'ভগবন জাগৃহি'। বসুদেব, উগ্রসেন, কঙ্কন, কঙ্কা, বিদূরথের স্ত্রী অঞ্জনা সকলেই আরাধ্য দেবতার জন্য সংগ্রাম করেছেন। ভগবানের প্রতি আনুগত্য তাদের প্রতি বিদ্রোহী করে তুলেছে মানুষ ও ধরিত্রীর সমবেত প্রার্থনায় ভগবান মর্তে আবির্ভূত হয়েছেন। এই আবির্ভাব নাটকটির ভক্তিরসাত্মক পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। কংসকেও শেষ পর্যন্ত যেন শত্রুরূপে সাধকের ভূমিকায় দেখা যায়। সেই যেন অত্যাচারে জর্জরিত করে ভগবানকে স্বর্গ হতে মর্তে নিয়ে এসেছেন নিজের ও জগতের মুক্তির জন্য।

পৌরানিক নাটকের দাবী পরিপূরন করিয়াও নাটকের মধ্যে পরাধীন ভারতের যে পটভূমিকার আভাস দেওয়া হয়েছে, শৃঙ্খলিত জাতির যে মুক্তিআবেগ সঞ্চারিত হয়েছে তাতে নাটকটি অধিকতর সার্থক হয়েছে। পৌরানিক পরিবেশটিকে বাস্তব পরিবেশের সাদৃশ্য করে, জীবন্ত-জোরালো চরিত্র সৃষ্টি করে, আবেগদীপ্ত সংলাপে জাতীয় ভাবোচ্ছ্বাস ও সমসাময়িক স্বাধীনতা সংগ্রাম চিত্র এমন প্রতিফলিত প্রত্যেকটি উদ্দীপিত দর্শক চিত্ত তা অনুভব করে। তখন মনে হয় এটি বাহ্যত পৌরানিক হলেও অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি আসল বস্তু। নাটকের রূপক অর্থ ব্যাখ্যার দিকেই যেন নাট্যকারের দৃষ্টি আবদ্ধ। কংসের কারাগার পরাধীন ভারতবর্ষ, বসুদেব, কঙ্কন, কঙ্কারা যেন শৃঙ্খলিত সন্তান, কৃষ্ণ তাদের ভারতের ভাগ্য বিধাতা, ভারতবাসী তাকে জাগাতে সাধনা করছে। কংস যেন দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ। বসুদেব সংগ্রামী জননায়ক যেন অহিংস সংগ্রামী গান্ধিজী মূর্তি। কঙ্কন-কঙ্কা যেন সংগ্রামী যুবশক্তি। রাজকর্মচারী বিদূরথ যেন বিদেশী শাসন কায়েম রাখতে চান এমন দেশদ্রোহী। যদুবংশের লোকেরা পরাধীন ভারতের অধিবাসী। তারা অধিকাংশ মূঢ়, কাপুরুষ, পলাতক। কংসের অত্যাচারে তারা ভূলুন্ঠিত, নিজেদের নারীকে রক্ষার শক্তি তাদের নেই। তাদের দীনতার প্রতি প্রবল ধিক্কার নাটকে জাগানো হয়েছে।